স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

• জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭০ ইংরাজী 15th July 1964 { ৯ম সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া বা ঝাড়ায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• বহুমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

রামরাজ্য

—০—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট যে দিন শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা বন্ধনমুক্তা হইলেন বলিয়া দেশে আনন্দের কোলাহল উঠিল, তাহার অল্প দিন পরেই মহাত্মাজীর শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—ভারতে আবার রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মাজীর বাক্য প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেই ঋষিবাক্য মনে করিয়া রামায়ণে কথিত প্রজার সুখ তাহারাও একদিন পাইবে বলিয়া কত আশাতেই বুক বাঁধিয়া উপস্থিত সকল দুঃখ কষ্ট অম্লানবদনে সহিয়া যাইতেছিল।

মহাত্মাজীর তিরোভাবের পরও সারা দেশে সকল অনুষ্ঠানেই "রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত পাবন সীতারাম" গানটী গীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। রাষ্ট্র ভাষাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভাষায় মহাত্মা তুলসীদাস রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন সেই হিন্দী ভাষা। শুধু হিন্দী ভাষা নহে, তাহা আবার দেবাক্ষরে লিখিত হইবে। এক কৃত্তিবাস কৃত বাংলা পদ্য রামায়ণ পাঠ ও রামলীলা সম্বন্ধে বাঙলা যাত্রা গান শোনা ছাড়া আমাদের রামরাজ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও কিছু জানা নাই।

আমরা রামায়ণের এক গল্পে পড়িয়াছি—ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া যখন কল্পতরুর মত যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন—তখন তাঁহার পাত্র মিত্র সকলকে লইয়া এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সভায় প্রশ্ন উঠিল—দান করিবার ভার কাহাকে দেওয়া যায়? কেহ বলে—লক্ষ্মণকে দেওয়া হউক, কেহ বলে ভরতকে, কেহ বলে শত্রুঘ্নকে ভার দেওয়া উচিত। রামচন্দ্র কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, তিনি বলিলেন—হনুমানকে এ ভার দিলে কোনও রূপ কুণ্ঠা প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কোনও প্রার্থী বহু মূল্যের কোনও দ্রব্য যাচ্ঞা করে—ভরতাদি সকলেই রাজকুমার—এরা দ্রব্যের মূল্য জানে, একজন সামান্য লোককে এই বহু মূল্যের দ্রব্য দিতে হইল বলিয়া একটু মনে মনেও কুণ্ঠিত হইতে পারে। হনুমানের কাছে একটী পাকা কলার মূল্য যত, একখণ্ড হীরকের মূল্য তাহার নিকটে ধূলিকণা অপেক্ষা একটুকুও বেশী নয়। রামচন্দ্রের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সকলে হনুমানকেই দান কার্য্যে নিয়োগের মত দিলেন।

বাস্তবিকই কদলী-প্রিয় হনুমান স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মাণিক্য যে যাহা চায় তাহাকেই তাহা অম্লানবদনে অকুণ্ঠচিত্তে দান করে। বানর জাতি, ভদ্রতা তো শিক্ষা করে নাই। যখন প্রার্থী অধিক সংখ্যক আমদানী হয়, তখন খ্যাঁক্ খ্যাক্ করিয়া দাঁত খিঁচাইতে আরম্ভ করে।

রাজা রামচন্দ্র হনুমানের দান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন, সে যে যা চায়, তাই দিতে দ্বিধা করে না, কিন্তু মধুর বাক্য না বলিয়া দাঁত খিঁচিয়ে উঠে। ইহা দেখিয়া ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে বলিলেন—"বৎস মারুতি! তুমি খুব ক্লান্ত হইয়াছ। দান কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে গিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার কার্য্য সুরু কর।" হনুমান প্রভুর বাক্যে পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন—একটি সুকান্তি অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বিশিষ্ট পুরুষ সেখানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখখানি শূকরের মত কুৎসিত। হনুমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার সমস্ত দেহ অতি সুন্দর মুখখানি কেন শূকরের মত? পুরুষ উত্তর করিলেন দেবভাষায়—

"নানা দ্রব্যং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তস্মান্ মে শৌকরং মুখং॥

অর্থ—আমি বিবিধ রত্ন ও নানা দ্রব্য দান করিয়াছিলাম। কিন্তু কখনও কাহাকেও মধুর বাক্য বলি নাই, সেই পাপে আমার শূকরের মত মুখ হইয়াছে। হনুমান এইবার বুঝিলেন যে প্রভু রামচন্দ্র তাহার দাঁত খিঁচুনির বহর দেখিয়া এই পর্ব্বতে শিক্ষানাভের নিমিত্ত তাহাকে বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়াছেন। পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া হনুমান নীরবে দান কার্য্য সমাধা করিয়াছিল, কাহাকেও দাঁত খিঁচুনি দেয় নাই।

আমাদের রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রনায়কগণ যাহাদের উপর প্রজাগণের মধ্যে দ্রব্য বণ্টনের ভার দিয়াছেন। তাহারা একটী ক্ষুদের মায়া করার মত উচ্চ নজরের। যদি হনুমানের মত দাতা পশুও বণ্টনে পাইতেন, তবে এরূপ অব্যবস্থা হইত না। প্রজাগণ দান চাহে না, দাম দিয়া দ্রব্য কিনিতে গিয়া হনুমানের কাছে অযোধ্যার প্রার্থিগণ যেমন দন্ত বিকাশ দেখিয়াছিল তাহাতেও বঞ্চিত হয় না। খাদ্যের দাম দিয়া অখাদ্য কিনে। পিতামাতা হইয়া এই সব নরপশুগণের প্রদত্ত বিষ মূল্য দিয়া কিনিয়া স্নেহের বাছাদের মুখে দিয়া তাহাদের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাতাগণের গুণানুকীর্ত্তন করে।

সীমান্ত এলাকার পাঁচ মাইলের মধ্যে চলাচল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ই জুলাই হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিন মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী ভারত-পাক সীমান্তের পাঁচ মাইল এলাকার মধ্যে সূর্য্যাস্ত কাল হইতে সূর্য্যোদয় মধ্যে কোনরূপ ক্রয় বিক্রয়যোগ্য মাল বা গবাদি-পশুর চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত এলাকায় অবস্থিত দোকান, হাট, বাজার ইত্যাদিতেও সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যে ভিন্ন অন্য সময় ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। একমাত্র রাজ্য বা জাতীয় সড়কের উপর চলাচলকারী জেলা শাসন কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশনামা প্রাপ্ত যানসমূহ ও প্রকৃত মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে এবং হাট বাজারের মধ্যে যথাযথ লাইসেন্স-প্রাপ্ত ঔষধের দোকান সম্বন্ধে উক্ত নিষেধাজ্ঞা আবশ্যকমত শিথিল করা যাইতে পারে বা আদৌ প্রযুক্ত হইবে না।

কান্দী বহড়ায় প্রদেশ কংগ্রেস শিবির দিবসত্রয় ব্যাপী অধিবেশন

—•—

গত ১০ই জুলাই তারিখে কান্দী সহরের উপকণ্ঠে বহড়া গ্রামে প্রদেশ কংগ্রেস শিবিরের উদ্বোধন হয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রায় সত্তর জন এই অধিবেশনে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যাবলী, কংগ্রেস কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, এম, পি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জি। ইঁহারা ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অধিবেশনের কার্য্য চলে। ১১ই জুলাই তারিখেও সকালে ও বৈকালে সমাগত নেতৃবৃন্দ রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার জন্য পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি, জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহের সভাপতি ও সম্পাদক এবং প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন উপশাখার সভাপতি ও সম্পাদকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

নির্ব্বাচনের বৈধতা সাব্যস্ত

জঙ্গিপুর পৌরসভার নবনির্ব্বাচিত সদস্যদ্বয় (সংযুক্ত নাগরিক কমিটি সমর্থিত) শ্রীসামমহম্মদ বিশ্বাস ও শ্রীদেবব্রত সাধুর নির্ব্বাচন বৈধ বলিয়া সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসিংহ ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত সদস্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে দুইজন পরাজিত প্রার্থী হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন তাহা ডিসমিস করিয়া দিয়া বিচারপতি উল্লিখিত রায় দিয়াছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

শোকসভা

—•—

বহরমপুর ইউনিয়ন ক্রীশ্চান ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মিঃ টি, সি, ভিকারীর আকস্মিক পরলোকগমনে উক্ত কলেজে গত ১১ই জুলাই এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ এ্যাডভোকেট ও মিঃ ভিকারীর বিশিষ্ট সুহৃদ শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় মহাশয়।

সভার প্রারম্ভে উক্ত কলেজের জনৈকা ছাত্রী কর্ত্তৃক শোক-সঙ্গীত গীত হয়॥ অতঃপর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার কিস্কু, সর্ব্বশ্রী শশাঙ্কশেখর সান্যাল, সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য, গৌরীপ্রসন্ন বিশ্বাস ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও শিক্ষকবৃন্দ উক্ত কলেজের ও খাগড়ায় প্রাক্তন লণ্ডন মিশনারী হাইস্কুলের উন্নয়নে এবং বহরমপুরে শিক্ষা বিস্তারে মিঃ ভিকারীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাসক পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আগ্নেয় অস্ত্র বিভাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জানাইতেছেন যে আগামী ১৯৬৪ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানার বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বহরমপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিক্রয় করা হইবে।

Wanted an I. Sc. or P. U. (Sci) or H. S. (Sci.) teacher. Apply to the Sceretary Khamra (Bhabki) Jr. High School, P. O. Rajput-Teghari. Dt. Murshidabad on or before 31st July. 1964.

নীলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত সময়ে, তারিখে এবং স্থানে পূর্তবিভাগীয় রঘুনাথগঞ্জ মালগুদামে রক্ষিত ১০৪২টি পীচের (ম্যাক্সফল্ট) খালি ড্রাম এক দফায় প্রকাশ্য নীলামডাকে বিক্রয় করা হইবে। উক্ত মাল লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ধার্যদিনের পূর্বে অফিস দিনে যে কোন দিন উহা পরিদর্শন করিয়া যথা সময়ে উপস্থিত থাকিয়া নীলামডাক করিবেন। সর্বোচ্চ নীলাম-ডাককারীকে ডাক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলামডাকের সমস্ত টাকা এককালীন নিম্নস্বাক্ষর-কারীর নিকট জমা দিতে হইবে। নীলামডাকের পূর্বে ৪২৲ (বিয়াল্লিশ টাকা) বায়না জমা দিতে হইবে অন্যথায় ডাকে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না। এই জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ডাককারী ব্যতীত অন্য সকলকে ডাক শেষ হইবার পর ফেরত দেওয়া হইবে এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর জামানত সমস্ত মাল সুষ্ঠুভাবে সরান হইলে পর ফেরত দেওয়া হইবে। সর্বনিম্ন মূল্য ২০৮৪৲ হইতেছে এবং এই অঙ্কের নিম্নে কোন ডাক লওয়া হইবে না। প্রকাশ থাকে যে মাল সরানকালে গুদামের কোন ক্ষতি এবং প্রকাশ্য রাস্তা চলাচলের অসুবিধা হেতু দৈবঘটিত ক্ষতি করা চলিবে না, ঐরূপ কোন ক্ষতি প্রমাণিত হইলে যথারীতি ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। এই ডাক নিম্নস্বাক্ষর-কারী গ্রহণ করিবেন। উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্ত ডাক বাতিল করা হইবে এবং পুনরায় ডাকের ব্যবস্থা করা হইবে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না, করিলে অগ্রাহ্য করা হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ডাক মঞ্জুর করা হইলে মঞ্জুরীর তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে সমস্ত মাল সরাইতে হইবে এবং এই মঞ্জুরীর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত মালের উপর কোন অধিকার থাকিবে না। নীলামের স্থান :—জঙ্গিপুর বাস্তুবিভাগের সাব-ডিভিশনাল অফিস, রঘুনাথগঞ্জ। তারিখ ও সময় :—২৮ জুলাই, ১৯৬৪, বৈকাল ৪.৩০ মিনিট। নীলাম ডাকগ্রহণকারী :—নির্বাহী বাস্তুকার, বহরমপুরভুক্তি।

স্বাঃ এস্, কে, বসু
নির্বাহী বাস্তুকার, বহরমপুরভুক্তি
পি, ডব্লু, ডি, পোঃ বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

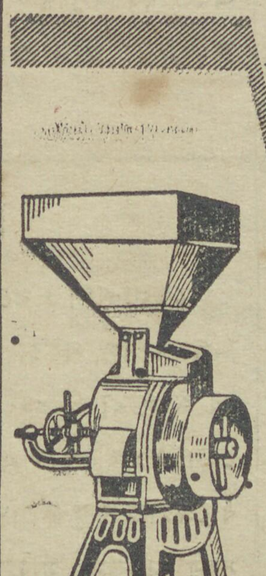

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:—

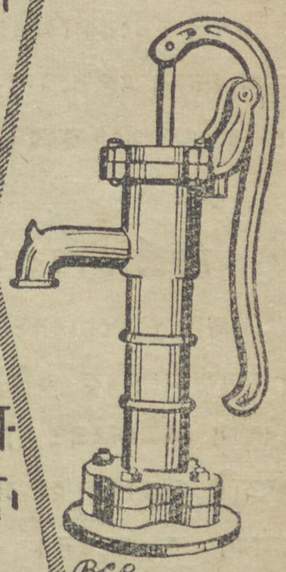

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর

খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।